বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম)

উত্তম চর্চার (Best Practices) তালিকা

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে। এই কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্তে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন করছে। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ঐকান্তিকভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বিআইসএম এ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটি ও শুদ্ধাচার বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট রয়েছে এবং নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভায় শুদ্ধাচার বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়াও কর্মচারীদের অফিস উপস্থিতি সহ ইন্সটিটিউটের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। নিচে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় বিআইসএম এর কিছু প্রচেষ্টা সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

১. দাপ্তরিক যোগাযোগের ডিজিটাইজেশনঃ

প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের একটি প্রধান উপকরণ হলো ডিজিটাইজেশন। ইন্সটিটিউটে দাপ্তরিক যোগাযোগ ও কার্যক্রম পরিচালনায় ল্যান (লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক) ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ইন্সটিটিউট প্রদত্ত অন্যান্য সেবা (বিভিন্ন আবেদনপত্র ও ফরম) ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইটে প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ইন্সটিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সকল সেবা ই-সেবায় পরিণত করা হচ্ছে এবং প্রশাসনকে ই-প্রশাসনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

২..সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিকদের সেবা প্রদান এবং এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাদের জন্য লাইভ প্রোগ্রাম আয়োজনঃ

আধুনিক যুগে যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। তাই ইন্সটিটিউটের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সামজিক যোগযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইন্সটিটিউটের শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদন বিআইসিএম ফেসবুক পেজ, ইউটিউব ও টুইটারে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। ইন্সটিটিউট তাঁর সেবাগ্রহীতা অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করে লাইভ শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম আয়োজন করছে। যার মাধ্যমে পুঁজিবাজার বিষয়ক শিক্ষার দ্রুত প্রচার যেমন হচ্ছে তেমনি সেবাগ্রহীতারা যেকোন স্থান থেকে অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং ফিডব্যাক দিতে পারছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইন্সটিটিউটের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সেবাগ্রহীতাদের সরাসরি সংযোগ হচ্ছে এবং তাদের চাহিদা, অভিযোগ ও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

৩. ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের শুদ্ধাচার প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধকরণে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে এ সংক্রান্ত মডিউল অন্তর্ভুক্তকরণঃ

ইন্সটিটিউটের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণার্থীদের শুদ্ধাচার বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। "আর্থিক জালিয়াতি" বিষয়ক মডিউল বিআইসিএম কর্তৃক পরিচালিত বিনামূল্যের দিনব্যাপী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিপালনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করছে।

৪. শুদ্ধাচার প্রতিপালনে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানঃ

কর্মচারীদের নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে ইন্সটিটিউটে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। কেননা, ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে এবং শুদ্ধাচারের পালনকে উৎসাহিত করে।

৫. প্রত্যক্ষ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানঃ

ইন্সটিটিউটের পরিসর ছোট থাকার প্রেক্ষিতে, দাপ্তরিক কার্যক্রম সহ সবক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের প্রত্যক্ষ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান বিদ্যমান রয়েছে। যা নৈতিকতাপূর্ণ দাপ্তরিক পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৬. অভিযোগ/ফিডব্যাক/পরামর্শ বাক্সঃ

ইন্সটিটিউটের কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের নিকট হতে অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণে অভিযোগ / পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইন্সটিটিউটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে সহজতর করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাপ্ত পরামর্শসমূহ ইন্সটিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করছে।

৭. শুদ্ধাচার প্রতিপালনে কর্মচারীদের মাঝে প্রেষণা তৈরিঃ

ব্যক্তি ও কর্মজীবনে কর্মচারীদের শুদ্ধাচার প্রতিপালনে উৎসাহী করতে কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বিআইসিএম এর শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার আওতায় বিআইসিএম এর কর্মচারীদের ধর্ম ও নৈতিকতা, আচরণ ও শৃঙ্খলা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধি, নিয়মানুবর্তিতা ও পরিচ্ছন্নতা, গণ কর্মচারী শৃঙ্খলা অধ্যাদেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে কর্মীদের মাঝে প্রেষণা তৈরিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।

সর্বোপরি, বিআইসিএম এ প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি জীবনে শুদ্ধাচার, নৈতিকতার পালন ও উত্তম অনুশীলনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের শুদ্ধাচার অনুশীলন শুধু ইন্সটিটিউটে নয়, বৃহৎভাবে সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিপালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৮/৯/২০২১

মোহাম্মাদ আব্দুল হান্নান জোয়ারদার
নির্বাহী প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট